মুস্তাকিন বাঁচতে চাই

প্রতিটি মানুষ জন্মের পর কোনো না কোনো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু ৩ বছর বয়সী শিশু মুস্তাকিন আলীর বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন নেই। সে শুধু বাঁচতে চাই। জন্ম থেকে ব্যাধি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা।

শিশু মুস্তাকিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামের দিন-মজুর শমসের আলীর ছেলে।

মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলী জানান,৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন মজুরের কাজ করে সংসারের খাবার জোগাড় করায় কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারপর আমার পরিবারের সবার ছোট মুস্তাকিনের টিউমার রোগের কারণে প্রতিদিন ৪শ টাকার ওষধ কিনতে হয়। আমি যা রোজগার করি প্রতিদিন তার দ্বিগুন টাকা ওষধ কিনতে বিভিন্ন মানুষের কাছে ধার-দেনা করতে হয়।

মুস্তাকিনকে দেশের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা টিউমার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশন করার জন্য কয়েক লাখ টাকা দরকার। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ আমার আদরের টুকরো মুস্তকিনের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা করলে,হয়তো মহান আল্লাহ তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেবে।

প্রিয় পাঠক,আপনার সামান্য সহযোগিতায় মুস্তকিনের হাঁসি ফুঁটতে পারে। তাই তাকে সাহায্যে করার জন্য মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলীর বিকাশ নং-০১৯৩৬২৮৯৭৩৫

মুজিবনগরে সেই অসহায় মাকে শাড়ি কিনে দিলেন তথ্য আপা

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের করুন কাহীনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তুলে ধরার পর নিজ উদ্যেগে সেই বৃদ্ধ মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন উপজেলা

তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার।

সোমবার সকালে তিনি নিজে যেয়ে বৃদ্ধ মাকে সেই শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আসেন। আর এই মানবতা দেখে বৃদ্ধ মা হালিমা খাতুন আনন্দে আপ্লুপ্ত হয়ে উঠেন।
তিনি বলেন আমাকে এভাবে কেউ সহযোগীতা করবে সেটা কখনো ভাবতেই পারিনি। এ সময় তিনি তথ্য আপার জন্য দোয়া কামনা করেন।

তথ্য আপা তানিয়া খন্দকার জানান, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় অসহায় ব্যক্তিটির গল্প পড়ার পর নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিলো। কতই না কষ্টে বসবাস করছে তারা। পরে আমি চিন্তা করলাম তাকে দেখতে যাবো। আর মনে হলে তাকে যদি ছোট কিছু দিয়েও সহযোগীতা করতে পারতাম তাহলে হয়তো কিছুটা উপকৃত করতে পারবো।আর সেই লক্ষে সোমবার সকালে তার জন্য একটি শাড়ি কিনে বৃদ্ধ মার হাতে তুলে দিয়ে আসি।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে প্রশাসনের কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মবিরতি

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনণর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস) মেহেরপুর জেলা শাখা।

সোমবার সকালে তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে সকাল ১০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এ কর্মবিরতি পালন করে।

বাকাসস এর মেহেরপুর জেলার নেতা আফতাব আলী খান, নিজাম উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে। আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন

গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।

মেহেরপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক মুজাহিদ ও শিক্ষা অফিসার আহত

মেহেরপুর নিউজ এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক ও মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি এস.এম মুজাহিদ আল মুন্না ও গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে।

মোটরসাইকেল যোগে গাংনী থেকে মেহেরপুর আসার পথে, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বন বিভাগের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আহতদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে প্রথমবারের মত হতে যাচ্ছে শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি শ্মশান ঘাট পূজা মন্দিরে প্রথমবারের মত হতে যাচ্ছে তিন দিন ব্যাপী শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা।

আগামী ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৫ জানুয়ারী এ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজায় ধুপধুনো আর বাদ্য বাজনায় জানাবে মায়ের আগমনী বার্তা। মানব মনে জাগিয়ে তুলবে আনন্দঘন পূর্ন শিহরণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা কমিটির সভাপতি অনীল গোসাঁই। কমিটির সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার বিশ্বাস বলেন, আমরা প্রথমবারের মত এই পূজার আয়োজন করেছি। ২৩ তারিখ বিকাল

В ходе проведения исследования были выявлены основные факторы, влияющие на эффективность работы, такие как: мотивация, условия труда, уровень квалификации и взаимодействие в коллективе.

Влияние факторов на эффективность работы: анализ и рекомендации

Исследование было проведено среди сотрудников различных отделов компании. Для сбора данных использовались анкеты и интервью. Основные результаты показали, что:

Большинство респондентов отметили важность комфортных условий труда. Также было выявлено, что недостаточная мотивация снижает производительность.

Для повышения эффективности работы предлагается внедрить систему поощрений и улучшить условия труда. Также важно обеспечить регулярное обучение сотрудников.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексный подход к управлению персоналом позволит значительно повысить эффективность работы. Для этого необходимо учитывать все выявленные факторы и разработать план мероприятий по их улучшению.

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত সব কর্মকর্তা ও ফোর্সের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড, মাসিক কল্যাণ ও অপরাধ সভায় জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম মুরাদ আলী এ ঘোষণা দেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গ্রেফতার, সন্ত্রাস দমন, মাদক ও অপরাধ নির্মূলসহ আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় তাকে ২০১৯ সালের মেহেরপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এসপি এসএম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান রহমান।

এসময় সদর, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি ও বিভিন্ন স্তুরের পুলিশ কর্মকর্তারা ও অন্য পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে পথরোধ করে শ্রমীকদের উপর হামলায় ৭জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ইকুড়ি গ্রামে পথরোধ করে গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীকদের উপর হামলা করেছে বলে জানা গেছে।

রবিবার বিকেলে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ইকুড়ি নামক স্থানে ঈদগাহের সামনে এ হামলার ঘটনায় ৭জন নির্মাণ শ্রমীক আহত হয়। আহতরা সকলে গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের বান্দিা।

তারা হলো খাঁ পাড়ার জান মোহাম্মদের ছেলে জাহাঙ্গীর (৩০), মসজিদ পাড়ার মৃত নফছদ্দিনের ছেলে নছরুদ্দিন (৪৫), মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে ছালাম (৪৭), শেখ পাড়ার মৃত কাফিরুলের ছেলে রঞ্জু(৪২), শেখপাড়ারর মৃত এলাহি বক্স’র ছেলে হারুন (৩০),নজরুদ্দিনের ছেলে নাজমুল(১৬) ও জাফের এর ছেলে লিটন (২০)।

আহতরা জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে একটি বিল্ডিং এর ঢালাই কাজ শেষ করে সকলে ট্রলি করে বাড়ি ফিরছিলো। গাংনীর হেমায়েতপুর বাজার পার হয়ে তাদের সামনে থাকা ইকুড়ি গ্রামের রাইতাল হকের ছেলে রাজা নামের এক ব্যাক্তি বিস্কুট বিক্রয় করা একটি গাড়ি (অবৈধ আলগামন গাড়ি টিন দিয়ে ঘেরা) শ্রমীকদের গাড়ির সামনে থেকে বেপরোয়াভাবে চালিয়ে আসছিল ও হঠাৎ করে বার বার ব্রেক করছিল।

এতে করে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মটোরসাইকেলও দূর্ঘটনার কবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও শ্রমীকদের ট্রলিটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। ফলে শ্রমীকদের কয়েকজন সামান্য আহত হয় বলে তারা জানান। এ

ঘটনায় স্থানীয়রা আলগামন চালক রাজাকে বকাঝকা করে। এতে করে সে স্থানীয়দের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে বিস্কুট বিক্রেতা শ্রমীকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

নির্মাণ শ্রমীকরা কিছুক্ষণ পর গাংনীর দিকে রওনা দিলে ইকুড়ি গ্রামে ঈদগাহের সামনে রাস্তায় গাছ ফেলে রাজার নেতৃত্বে আট থেকে দশ জন হাতে লাঠি সোঠা নিয়ে তাদের গতি রোধ করে অতর্কিত হামলা করে। এতে ৭জন শ্রমীক আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীক সমিতির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম বলেন আমাদের শ্রমীকদের উপর যারা হামলা করেছে তাদের বিচার চাই। এ ব্যাপারে তিনি গাংনী থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরের শালিকায় পছন্দের লোক নিয়ে কমিটি গঠনের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোপনে পছন্দের লোক নিয়ে কমিটি গঠন করা অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রবের বিরুদ্ধে।

নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কমিটি গঠনের চেষ্টায় তিনি যৎসামান্য অভিভাবকদে আমন্ত্রণ জানিয়ে কমিটি গঠনের মিটিং করলে বিষয়টি এলাকাবাসীর সামনে আসে।

স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ করে জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে নিজের পছন্দ মতো লোক দিয়ে কমিটি গঠনের পায়তারা করছেন বলে তিনি কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। এদিকে তার এই সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কমিটির সভাপতি ম্যানেজ কেও সরকারি বরাদ্দ ছাড় করানো যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রধান শিক্ষক পছন্দের লোকজন নিয়ে কমিটি গঠনের পাঁয়তারা করছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রব জানান, কমিটি গঠনের জন্য যাবতীয় যে সব কর্মকান্ড করার দরকার তা করা হয়েছে। এখানে অনিয়ম করে কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে তিনি বলেন কমিটি

নিয়ে একটি পক্ষ অভিযোগ তুলছে এটা আমাদের কানে এসেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক বলেন, কমিটি অভিভাবকদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থী না পাওয়ায় অভিভাবকদের মৌখিক সমর্থনে কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

মৌখিকভাবে সমর্থন দেওয়ার সময় বিদ্যালয়ে ২৪ জন অভিভাবকের স্বাক্ষর দেখিয়ে তিনি বলেন এরাই এই কমিটির বিষয়ে সমর্থন করেছেন।

আরো জানা যায়, বিদ্যালয়ে প্রায় আড়াইশ জন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে থেকে মাত্র ২৪ জনের উপস্থিতিতে পছন্দেও চার জন অভিভাবক সদস্যদেও নাম ঘোষনা করে তাদের মৌখিক সমর্থনে কমিটি গঠনের ব্যাপারেও স্থানীয়রা কৌতুহল ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ভোটের তফশিল প্রচার করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিভাকদের বিভিন্ন গ্রামের নয়টি স্পটে আমরা তফশিলের পোষ্টার মেরে দিয়েছিলাম।

কোন বহুল প্রচলিত প্রত্রিকায় তফশিল প্রকাশ করার নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক বলেন প্রত্রিকায় প্রকাশ করা যেত তবে আমরা তা করিনি। কেন করা হয়নি এর কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। তবে তফশিল প্রকাশ করার আগে কমিটির রেজুলেশন দেখতে চাইলে তিনি তা দেখাতে পারেননি।

প্রধান শিক্ষক আব্দুর রব বলেন কমিটি নিয়ে একটু ঝামেলা চলছে তাই যাদেরকে দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদেরকে ও যারা অভিযোগ তুলেছে উভয়ের কাছেই তিন দিনের সময় চাওয়া হয়েছে। তিনদিন পরে বলা যাবে আসলে কমিটি কিভাবে হবে আর কারা আসবে।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন বলেন, শালিকা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে কমিটি গঠন নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে শুনেছি। কমিটি গঠন নিয়ে প্রধান শিক্ষকদের কোন অনিয়ম পেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেপ্র/ইএম